উখিয়া উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা

২০২১-২২ অর্থবছর

উখিয়া উপজেলা পরিষদ

উখিয়া, কক্সবাজার

উপদেষ্টা

শাহীন আক্তার
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৭, কক্সবাজার - ৪

দিক-নির্দেশনায়

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী
চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

সার্বিক সহযোগীতায়

জনাব জাহাঙ্গীর আলম
ভাইস চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

কামরুন নেছা বেবি
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

সম্পাদনায়

ইমরান হোসাইন সজীব
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কারিগরি সহযোগীতায়

মোঃ মহিউদ্দিন
জেলা সমন্বয়ক, উখিয়া, কক্সবাজার ।
উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জাইকা।

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০২২খ্রিঃ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাণী	৪
ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:	১০
উপজেলা পরিচিতি	১২
মানচিত্রে উখিয়া উপজেলা	১৩
উপজেলার আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	১৬
সম্পদ চিত্রায়ন	১৮
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	৩৯
বাজেটের সার-সংক্ষেপ	৫২
রূপকল্প বিবরণী	৫৩
বার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য এবং ফলাফল	৫৪
প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৫৬
উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্থিরচিত্র	৬৯

বাণী

সংসদ সদস্যের বাণী

শাহীন আক্তার
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৭, কক্সবাজার - ৪

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উখিয়া উপজেলা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৯৭ নং আসনে পড়েছে। উক্ত এলাকার এমপি হিসেবে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগে আমি আনন্দিত এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। বলা হয়ে থাকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা পুরো কাজের অর্ধেক। বাস্তবিকপক্ষেই, যে কোন এলাকার উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আশা করছি উখিয়া এ উদ্যোগ উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম জোড়দার করবে এবং উপজেলার কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অবদান রাখবে। দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ও তৃণমূলপর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী নানা সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে এই বইটি কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করতে এটি একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। উপজেলা তথা তৃণমূল পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতারচর্চা বৃদ্ধি পাবে। ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে উখিয়া উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পরিশেষে আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট উখিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

(শাহীন আক্তার)

জেলা প্রশাসকের বাণী

জেলা প্রশাসক
কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'বার্ষিক পরিকল্পনা বই' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালীকরণে উন্নয়নমুখী, সেবাধর্মী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপজেলা পরিষদকে পুনরায় চালু করা এবং অধিকতর জনমুখী ও সেবাধর্মী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের সেই প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তদারকি এবং সে আলোকে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয় তেমনি জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিতও শক্তিশালী হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি)' এর কারিগরি সহায়তায় ইতোমধ্যে 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এ উন্নয়ন পরিকল্পনা উখিয়া উপজেলার সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে- এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে অধিকতর জবাবদিহিতামূলক, জনবান্ধব, আর্থিকভাবে সুশৃঙ্খল ও সেবামুখী করার জন্য উখিয়া উপজেলা পরিষদের এই 'বার্ষিক পরিকল্পনা বই' একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ সেবা প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ মামুনুর রশীদ)

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার–এর বাণী

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক (সেক্টরাল) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কার্যক্রমই সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় না। অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অপরিহার্য। উখিয়া উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক পরিকল্পনা বই' সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি সহায়ক হিসেবে কাজ করবে যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ইউআইসিডিপি'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের সহায়তার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ১৭টি হস্তান্তরিত দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদের অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং নারীসহ এলাকার অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

উখিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আমি আশাবাদী। এ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, পরিষদের সকল সদস্য এবং জেলা ও উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তাসহ সকল সরকারী- বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(শ্রাবন্তী রায়)

চেয়ারম্যানের বাণী

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী
চেয়ারম্যান,
উখিয়া উপজেলা পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার

স্থানীয় জনগনের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে উপজেলা পরিষদের কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতিগঠনমূলক সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২ অত্র এলাকার উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরন নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানে বড় একটি অন্তরায়। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর সাহায্যে উখিয়া উপজেলার ১ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প অনুসারে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পৌছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে এটি একটি প্রামান্যচিত্র হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি উখিয়া উপজেলা পরিষদের "বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২" প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগে কারিগরি সহায়তার জন্য 'ইউআইসিডিপি' কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(হামিদুল হক চৌধুরী)

সম্পাদকীয়

ইমরান হোসাইন সজীব
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
ঊখিয়া, কক্সবাজার

উখিয়া উপজেলা কক্সবাজার জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার পাশাপাশি মায়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের উপস্থিতির কারণে এই উপজেলা বেশ আলোচিত। বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন র্কমকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে র্কাযকরী করা সম্ভপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখতি মাত্রার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রুপে তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে, তাদের স্বীয় বিভাগসমূহের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীঘময়োদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উখিয়া উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সমুদয় প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

সেবা গ্রহীতার জায়গায় দাঁড়িয়ে সেবা প্রদানের ইতবিাচক মানসিকতাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিবাচক পরর্বিতন আনতে পারে। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তার সঠিক বাস্তবায়নের উপর। প্রত্যাশা করি এই উপজেলার সকল পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ দেশের উন্নয়নে এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে সচষ্টে থাকবেন।

এই পরিকল্পনা বইয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদকীয় টিম পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি প্রত্যাশা রাখছি, পরিকল্পনা বইটি আলমারি-বন্দী না থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের মুখ দেখবে।

(ইমরান হোসাইন সজীব)

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার নামই পরিকল্পনা। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom-up approach) পদ্ধতি অনুসরন করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন তরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উখিয়া উপজেলা খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১.২ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

উখিয়া উপজেলার জনগনের দারিদ্র হ্রাসকরনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উখিয়া উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উখিয়া উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা। বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কর্মপদ্ধতিঃ

উখিয়া উপজেলার পরিকল্পনা বইটি প্রস্তুত করার জন্য উপজেলা পরিষদের সকল স্তরের সদস্যদের সমন্বয়ে বেশ কয়েক বার আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা জনগণের সর্বপ্রকার চাহিদা অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব কিছু ওয়াকিবহাল, তাঁদের অভিমত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে কর্মরত

(বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে বার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতেক ধাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে উখিয়া উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

১.৪ বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা

উখিয়া উপজেলা পর্যায়ের প্রথম একক বার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ: উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন রূপরেখা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি/বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

উপজেলা পরিচিতি

২.১। উখিয়া উপজেলার পটভূমিঃ

২৬১.৮০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট উখিয়া বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপেজলা। ১৯২৬ সালে উখিয়া থানা গঠন করা হয়। বৃটিশ শাসনের অবশিষ্ট সময় এবং তৎপরবর্তী পাকিস্তান পিরিওডেও এটি থানা হিসেবেই থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এটি ১ নং সেক্টরের অধিনে থাকে। ১৯৮৩ সালে উখিয়া থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

২.২। উখিয়া উপজেলার ভৌগোলিক পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের অন্যতম প্রধান উপজেলা উখিয়ার উত্তরে রামু উপজেলা, দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা, পূর্বে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ও মায়ানমারের আরাকান রাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। অবস্থান: ২১°০৮´ থেকে ২১°২১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০৩´ থেকে ৯২°১২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

২.৩। যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

কক্সবাজার হতে উখিয়া উপজেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৩০ কিঃ মিঃ। উখিয়া উপজেলা হতে চট্রগ্রাম বিভাগীয় শহরের দূরত্ব সড়ক পথে ১৯০ কিঃ মি। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সদর ও জেলা সদরসমূহের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান।

২.৪। মুক্তিযুদ্ধে উখিয়াঃ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর চট্রগ্রাম ছিলো মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টরভুক্ত। উখিয়া উপজেলা ছিলো এক নম্বর সেক্টরভুক্ত ১১ নম্বর উপ-সেক্টরে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উখিয়ায় একাধিক সফল অপারেশন চলে। এতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো হচ্ছে: ক) মরিচ্যা আহত অপারেশন।ক) উখিয়া থানা অপারেশন।গ) পালং উচ্চ বিদ্যালয় অপারেশন।ঘ) বালুখালী রাজাকার বিরোধী অপারেশন। ঙ) পাতাবাড়িতে বার্মা বিদ্রোহী বিতাড়ন ও অস্ত্র উদ্ধার।

ইউনিয়ন সমুহঃ

উখিয়া উপজেলা ৫ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এবং এখানে কোন পৌরসভা নেই। ইউনিয়ন সমূহ হলো- ১) রাজাপালং ইউনিয়ন ২) জালিয়াপালং ইউনিয়ন ৩) হলুদিয়াপালং ইউনিয়ন ৪) রত্নাপালং ইউনিয়ন এবং ৫) পালংখালি ইউনিয়ন

মানচিত্রে উখিয়া উপজেলা

92°04' E
92°08 '
92°12'
21°20'
Ramu
Naikhongchhari
Haldia Palong
Jalia Palong
Ratna Palong
Ukhia
Patabari
Raja Palong
Ukhiarghat Protected Forest
Ukhiarghat Protected Forest
Arakan
(Myanmar)
Naf R.
Palong Khali
Teknaf
21°08' N
UKHIA UPAZILA
2 0 2
Kilometer
N
Bay of Bengal

রামু
নাইক্ষ্যংছড়ি
হলদিয়া পালং
উখিয়া
রত্না পালং
রাজা পালং
পালং খালী
আরাকান
(মায়ানমার)
টেকনাফ
ব ঙ্গো প সা গ র
উখিয়া উপজেলা

উপজেলার আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

	বিবরণ	একক	সংখ্যা	উৎস*
মৌলিক প্রশাসনিক তথ্যাবলি (Basic Administrative Information)	আয়তন	বর্গ কিলোমিটার	২৬১.৮	UZP, 2018
	ইউনিয়ন সংখ্যা	নাম্বার	৫	UZP, 2018
	গ্রামের সংখ্যা	নাম্বার	১৩৯	National Web P
	মৌযা সংখ্যা	নাম্বার	১৩	UZP, 2018
	জেলা সদর থেকে দূরত্ব	কিলোমিটার	২৯	National Web P
	থানা পর্যায়ে উন্নিত	সাল	১৯০৮	UZP, 2018
	উপজেলা পর্যায়ে উন্নিত	সাল	১৯৮৩	UZP, 2018
মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাবলি (Basic Demographic Information)	জনসংখ্যা	ব্যক্তি	২৫৮,৪০৫	UZP SO, 2018
	নারী	ব্যক্তি	১৩০,২৯৬	UZP SO, 2018
	পুরুষ	ব্যক্তি	১২৮,১০৯	UZP SO, 2018
	জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	ব্যক্তি	৯৮৭	UZP, '18
	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	শতাংশ	২.৯০	BBS, '11
	Number of Households	Number	39,207	USO, 2019
	মুসলিম	শতাংশ	৯১.৫৩%	BBS, Census, '11
	অন্য ধর্মাবলম্বী	শতাংশ	৮.৪৭%	BBS, Census, '11
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১০২	UZP Edu. Dept
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	২১	UZP Edu. Dept
	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	সংখ্যা	৫	UZP Edu. Dept
	মাদ্‌রাসা	সংখ্যা	৪৭	UZP Edu. Dept
	হাসপাতাল	সংখ্যা	১	Field Survey, 18
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	৪	UZP, 2018
	নলকূপ	**সংখ্যা**	**৩,০২৬**	**UZP, 2018**
	পাকা সড়ক	কি. মি.	৯৭.৫	LGED, 2018
	কাঁচা সড়ক	কি. মি.	৪১৭.০	LGED, 2018
	এইচবিবি সড়ক	কি. মি.	২২৫	LGED, 2018
	কালভার্ট সংখ্যা	সংখ্যা	৬০৩	LGED, 2018
	মসজিদ	সংখ্যা	৫৫০	UZP, 2018
	মন্দির/কিয়াং	সংখ্যা	৬১	UZP, 2018
	সাইক্লোন সেন্টার	সংখ্যা	৩৩	UZP, 2018

	হাট-বাজার	**সংখ্যা**	**১৮**	**Nat Web Portal**
	ব্যাংক	সংখ্যা	৭	UZP, 2018
	কার্যক্রম চলমান এমন এনজিও	সংখ্যা	১১৫	UZP, 2018
	সিনেমা হল	সংখ্যা	১	UZP, 2018
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	১	UZP Fish Dept
	খাল	সংখ্যা	১৫	UZP Fish Dept
	পুকুর	সংখ্যা	১৩০	UZP Fish Dept
	বনাঞ্চল (সরকারী)	একর	৩৩,৯১৫	UZP Forest Dept
	অভয়ারণ্য	একর	১৫,৩৪১	UZP Forest Dept
সামাজিক তথ্যাবলি	জন্মকালীন স্বল্পওযন সম্পন্ন শিশুর হার	শতাংশ	৩৩.০	UHFPO, '18
	শিক্ষার হার	শতাংশ	৩৬.৩	BBS, Census, '11
	প্রাথমিক স্কুলে ঝরে পরার হার	৫ম শ্রেণী পর্যন্ত (শতাংশ)	৮.৯৫	UEO, 2019
	প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার	শতাংশ	৯৯.৫০	UEO, 2019
	শিশু মৃত্যুর হার (উভয় লিঙ্গ)	প্রতি ১০০০ এ	৩৩.০	UHFPO, '18
	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত	পরিবার সংখ্যা	৪২,১০০	PBS, 2019
	দারিদ্রতার হার (Headcount Ratio)**	শতাংশ	১৬.৬	HIES, 2016
	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধিন লোক	ব্যক্তি	৭,০৭৮	UZP SWO
	স্যানিটেশন কাভারেজ	শতাংশ	৮০	UZP, 2018

* BBS: Bangladesh Bureau of Statistics,
DPHE: Department of Public Health and Engineering,
HIES: Household Income and Expenditure Survey,
LGED: Local Government Engineering Department,
PBS: Palli Biddut Somittee,
SWO: Social Welfare Office,
UZP: Upazila Parishad,
UZP SO: Upazila Parishad Statistical Office,
UZP PEO: Upazila Primary Education Office.
** Zila Statistics

সম্পদ চিত্রায়ন

এলজিইডি

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
১	Important Rural infrastructure Development Project on Priority Basis (IRIDP-2)		পুরো উপজেলা	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ টি প্যাকেজের আওতায় ১৫.৬৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	২০১৯-২০ অর্থবছর হতে চলমা
২	Greater Chittagong District Rural Development Project (GCHDP)		পুরো উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	২০১৯-২০ অর্থবছর ৮২৪.১৬ লক্ষ টাকা
৩	Greater Chittagong Rural Infrastructure Development Project-3 (GCRIDP-3)		পুরো উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ২৪.১৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মান।	২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে চলমান ৩৫৭৬.৩৭ লক্ষ টাকা
৪	GOBM		রাজাপালং, পালংখালি এবং পেকুরিয়া	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৩ টি প্যাকেজের আওতায় ৪.১০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও ২.০ মিঃ বক্স কালভার্ট নির্মাণ ।	২০১৯-২০ অর্থবছর হতে চলমান ৫২.৮৬.০০ লক্ষ টাকা

৫	Project in Flood and Disaster Affected (FDR)		পুরো উপজেলা	স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ টি স্কিমের আওতায় একটি ৬ কি্লোমিটার আরসিসি রাস্তা এবং একটি ১.৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মান।	২০১৯-২০ অর্থবছর হতে চলমান
৬	উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন প্রকল্প		রাজাপালং ইউনিয়ন	উখিয়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান	২০২২ এ সম্পন্ন ২৬৮.৪৭ লক্ষ টাকা
৭	Preservation and Reconstruction of Muktijuddho Memorial Project (PRMMP)		জালিয়াপালং ইউনিয়ন	উক্ত প্রকল্পের অধীনে জলিয়াপালং ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘরে অপিতাপ বঙ্গবন্ধু নির্মান	৩৪.৯০ লক্ষ টাকা
৮	General Social Infrastructure Development Project (GSIDP)		পুরো উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১২টি প্যাকেজের আওতায় ১২টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	৮৩.৭৩ লক্ষ টাকা
৯	Multi-Disaster Shelter Project (MDSP)		পুরো উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭ টি সাইক্লোন শেলটার নির্মান চলমান আছে।	২০১৯-২০ অর্থবছর হতে চলমান ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১০	Emergency Assistance Project (EAP)		পুরো উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে এডিবির অর্থায়নে ৫টি প্যাকেজের আওতায় ৭টি সাইক্লোন শেল্টার ও ১২.৫ কিঃমিঃ রাস্তার কাজ চলমান আছে।	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে চলমান ৭১১৪.১৭ লক্ষ টাকা
১১	Emergency Multi-Sector Rohinga Crisis Response Project (EMRCRP)		রোহিঙ্গা ক্যাম্প	উক্ত প্রকল্পের অধীনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রকল্পে ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ২১টি সাইক্লোন শেল্টার, ১২ কিঃমিঃ আরসিসি ও ৭০ কিঃমিঃ বিসি রাস্তার কাজ শ্রীঘ্রই শুরু হবে।	২৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
১২	Program for Supporting Rural Bridges (ProRSB)		হলদিয়াপালং	৩৯.৫০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ (minor maintenance)এর জন্য প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।	৫০.২২ লক্ষ টাকা

১৩	UTMIDP		উপজেলা	উক্ত প্রকল্পের অধীনে ২.১ কিলোমিটার রাস্তা, ইউ-ড্রেন ১.০ কিঃমিঃ ও ১টি টয়লেট ব্লক নির্মান করা হবে।	৪৮৩.২০ লক্ষ টাকা
১৪	Upazila Parishad Complex Extension (2nd Phase)		রাজাপালং	উখিয়া উপজেলার বিদ্যমান ভবন ও হলরুম নির্মান করা হবে	৯১২.০০ লক্ষ টাকা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জনবল বিবরণঃ

ক্র:নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শুন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	সহকারী প্রকৌশলী	০১	০	০১	
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১	০১	০	
৩.	অফিস সহকারী	০১	০১	০	
৪.	মেকানিক	০৪	০৪	০	
৫.	ভি.এস.ম্যাশন	০১	০১	০	
৬.	ভি.এস.লেবার	০১	০১	০	
৭.	অফিস সহায়ক	০১	০১	০	
৮.	নৈশ প্রহরী	০১	০১	০	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান	মেয়াদ/বাজেট
১	০১। "পরিবেশ বান্ধব সোলারওয়াটার ডিস্যালাইনেশন প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ"	জালিয়াপালংয়ের ইনানী গ্রামের ৩,২৫০ সরাসরি উপকারভোগী (১,৫০২ পুরুষ এবং ১,৭৪৮ নারী) এই প্রকল্পে উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে Green Energy দিয়ে লবণাক্ত ও দূষিত পানিকে মৃদু খাওয়ার উপযোগী পানিতে রুপান্তর করা হয়।কোন প্রকার জ্বালানী খরচ নেই এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।	গ্রাম:ইনানী ইউনিয়ন: জালিয়া পালং	৭,০০,০০০*১৩ = ৯১,০০,০০০/= (একা নব্বই লক্ষ টাকা)
২	০২। "সমগ্রদেমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প"	উখিয়া উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন টিউবওয়েলের সমূহের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে সরাসরি উপকারভোগীর সংখ্যা ১,১৭,০০০ জন (পুরুষ ৫২,৪৪৫ জন এবং নারী ৬৪,৫৫৫ জন)	সমগ্র উপজেলা	৩৯০*১,২০,০০০ = ৪,৬৮,০০,০০০/= (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ)
৩	০৩। "কোভিড-১৯ মোকাবিলায় হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন প্রকল্প" (EMCRP-DPHE)	উখিয়া উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন বর্তমান কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ও জন সাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মোট উপকারভোগী ১০,০০০ (পুরুষ ৬,০৪২ এবং নারী ৩,৯৫৮)	উখিয়া উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন	৭,৫০,০০০/= সাত লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা
৪	০৪। "পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প" (EMCRP-DPHE)	৩৬১৭৭ জন লোককে নিরবিচ্ছিন্ন পানিসেবা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে যা SDG এর অন্যতম লক্ষ্য।এতে করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি বাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গিয়েছে। মোট উপকারভোগী ৩৬,১৭৭ (পুরুষ ১৮,৩৩২ এবং নারী ১৭,৮৪৫)	জালিয়া পালং, রাজা পালং, হলদিয়া পালং ইউনিয়ন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড।	

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্য্যালয়

জনবল বিবরণঃ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শুন্য পদ্য সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১ জন	০১ জন	০০	
০২	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।	০১ জন	০১ জন	০০	
০৩	ট্রেড প্রশিক্ষক	০১ জন	০০	০১ জন	
০৪	অফিস সহায়ক	০২ জন	০০	০২ জন	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্র: নং	চলমান বাস্তবায়িত কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			অবস্থান	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
		পুরুষ	মহিলা	মোট			
১	ভিজিডি কর্মসূচি (২০২০-২০২১)অর্থ বছরের	----	২২৯২৪	২২৯২৪	উখিয়া	৩০ কেজি করে উপকারভোগীদের মধ্যে চাল দেওয়া হয়।	মেয়াদ ২ বছর
২	মা ও শিশু কর্মসূচি (২০২০-২০২১)অর্থ বছরের	----	৭৫৪	৭৫৪	ঐ	প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা ভাতাভোগীদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করা হয়।	মেয়াদ ৩ বছর
৩	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্পের”(২০২০-২০২১)অর্থ বছরের	----	১৫০	১৫০	ঐ	প্রশিক্ষনার্থীদের দুইটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।	প্রতিদিন ২০০/-(দুই শত) টাকা করে ৬০(ষাট) দিনের ভাতা প্রদান করা হয়।

উপজেলা মৎস অফিস

জনবল বিবরণঃ

ক্রম: নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শূন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১	০১	০০	উন্নয়ন খাতের আওতায় একজন মেরিন ফিশারিজ অফিসার এবং একজন ক্ষেত্র সহকারীসহ তিনজন এক্সটেনশন এজেন্ট (সম্প্রসারণ প্রতিনিধি) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন।
২.	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	০১	০০	০১	
৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১	০০	০১	
৪.	ক্ষেত্র সহকারী	০১	০০	০১	
৫.	অফিস সহায়ক	০১	০০	০১	
মোট		০৫	০১	০৪	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান বাস্তবায়িত কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম		উপকারভোগীর সংখ্যা			অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলা/ইউনিয়নের নাম)	মেয়াদ/বাজেট
			পুরুষ	নারী	মোট			
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	(রাজস্ব খাত)	প্রশিক্ষণ কাযর্ক্রম ৩ টি প্রশিক্ষণ	৫০	১০	৬০	মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবি **বিবরণঃ** মাছ, চিংড়ি চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।	পালংখালী, রত্নাপালং ও জালিয়াপালং	রাজস্ব খাতের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর
২।	সেবা কার্যক্রম	মৎস্যচাষ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	৩০০	২০	৩২০	বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি চাষীদের মাঠ ও অফিস পর্যায়ে মৎস্য চাষ বিষয়ক পরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া সী-উইড ও অন্যান্য সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতি চাষে উৎসাহিত করণসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তানান্তর করা হয়েছে।	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	-
৩।	(রাজস্ব খাত)	মৎস্য সপ্তাহ-২০ এবং পোনা	৬০০	৫০	৬৫০	গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০ কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন এবং পোনা	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	রাজস্ব খাতের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত

		অবমুক্তি-২০ কার্যক্রম				অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় উখিয়া উপজেলার ৩৭টি প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে ১৫০কেজি পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।		২০২১-২০২২ অর্থবছর
৪।	(রাজস্ব খাত)	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন	-	-	-	গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোস্টগার্ডের সহায়তায় জালিয়াপালং ইউনিয়নে বিভিন্ন জায়গায় অভিয়ান প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মিটার অবৈধ জাল জনসম্মুখে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাছাড়াও জেলেদের সচেতন করার মাধ্যমে অনেকাংশেই অবৈধ জালের ব্যবহার কমেছে।	জালিয়াপালং ইউনিয়নের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা	রাজস্ব খাতের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর
৫।	রাজস্ব ও প্রকল্প	৬৫দিনের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কাযক্রম	-	-	-	গত ২০২১সালের ২০মে হতে ২৩জুলাই পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫দিন সমুদ্রে সকল প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান্স ধরা বন্ধ হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জালিয়াপালং ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় জেলেদের নিয়ে সচেতনতা সভা ও অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া জেলেদের বিশেষ ভিজিএফ এর আওতায় উখিয়া উপজেলায় নিবন্ধিত ৩৩৯২জেলেকে গড়ে ৯৬ কেজি হারে ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমুদ্রে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।	জালিয়াপালং ইউনিয়নের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা	রাজস্ব ওপ্রকল্পের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর
৬।	রাজস্ব ও প্রকল্প	মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়-২০২০	-	-	-	গত ২০২০-২০২১অর্থবছরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০ (১৪অক্টোবর-৪নভেম্বর মোট ২২দিন) ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরা, বিক্রয়, বিপনন কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল বিধায় উক্ত কার্যক্রম এর আওতায় সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন বাজারে অভিযান পরিচালিত হয়। এছাড়া জারিয়াপালং ইউনিয়নের	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থবছর

						জেলেদের বিশেষ ভিজিএফ কাযক্রম পরিচালিত হয়।		
৭।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১) মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৬ টি	২৪	১২	৩৬	মৎস্যচাষী বিবরণঃ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষসহ বিভিন্ন মৎস্য প্রযুক্তি ঐ এলাকার বিভিন্ন চাষী ফলাফল দেখে শিখে উদ্বদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিজ পুকুর/জলাশয়ে তা প্রয়োগ করে মাছ তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে।	সকল ইউনিয়ন	প্রকল্পের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর
৮।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২ টি	৩৩	০৩	৩৬	মৎস্যচাষী বিবরণঃ পাবদা-গুলশা-টেংরা মাছ চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন	প্রকল্পের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর
৯।	সাসটেই নেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩টি	৬৭	০৮	৭৫	মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবী **বিবরণঃ** মাছ, চিংড়ি সিউইড, ওয়েস্টার চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে ও স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রোটিন চাহিদা মিটাতে সহজ হবে। এছাড়াও উন্মুক্ত জলাশয় (নদী ও সাগর) ব্যবস্থাপনা বিষয় এবং উপকূলীয় জেলেদের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণেও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে নদী ও সাগরের সম্পদ এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।	জালিয়াপালং	প্রকল্পের বরাদ্দ সাপেক্ষে ব্যয়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছর

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস

জনবল বিবরণঃ

ক্রম: নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শূন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১	০১	০০	
২.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	০০	
মোট		০২	০২	০০	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান বাস্তবায়িত কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলা/ইউনিয়নের নাম)	মেয়াদ/বাজেট
		পুরুষ	নারী	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী"প্রাস" (ইজিপিপি+)	৩৪৮৪	১৬৭৫	৫১৫৯	অতিদরিদ্র জনগোষ্টির জীবন মান বৃদ্ধি পেয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ঘটেছে।	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	১১৯৬৮৮৮০০
২	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) সাধারণ	২৩৮৭	১১৭৫	৩৫৬২	অতিদরিদ্র জনগোষ্টির জীবন মান বৃদ্ধি পেয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ঘটেছে।	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	৭১.২৫৬২ মে.টন ৭১.২৫৬২ মে.টন
৩	কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) (নির্বাচনী, সাধারণ)	২৪২৮	১০৫০	৩৪৭৮	অতিদরিদ্র জনগোষ্টির জীবন মান বৃদ্ধি পেয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ঘটেছে।	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	১০৯২৬৪৬৫/৮২
৪	টিআর (নির্বাচনী, সাধারণ)	১৭৮৮	৮৫০	২৬৩৮	বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটেছে।	সমগ্র উখিয়া উপজেলা	৬০৬১৯৮২

উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস

জনবল বিবরণঃ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শুন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	উপজেলা যুব উন্নয়ন করমকর্তা	০১ (এক) জন।	০১ (এক) জন।	নাই।	
২.	সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন করমকর্তা	০৩ (তিন) জন।	০২ (দুই) জন।	০১ (এক) জন ।	
৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক) জন।	নাই।	০১ (এক) জন।	
৪.	ক্যাশিয়ার	০১ (এক) জন।	নাই।	০১ (এক) জন।	
৫.	অফিস সহয়ক	০১ (এক) জন।	০১ (এক) জন।	নাই।	
মোট		৭	৪	৩	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
		পুরুষ	নারী	মোট			
১.	অপ্রাতিষ্ঠানিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্স, বর্তমান অর্থবছরে জানুয়ারী/২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ১১টি ব্যাচ বাস্তবায়িত হয়েছে।	২০০ জন	১৩০ জন	৩৩০ জন	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন	প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিদ্রিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ সমুহ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।	২০২১-২০২২ অর্থবছর।
২.	**ঋণ বিতরণ :**						
	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর – (জনবল না থাকার কারনে বিতরণ হয় নাই ।	---	---	---	বিভিন্ন ইউনিয়ন	আদায়ের হার – ৭৭%	---
	২০১৯-২০২০ অর্থবছর- ৩,৬০,০০০/-	০৫ জন	০১ জন	০৬ জন	বিভিন্ন ইউনিয়ন	আদায়ের হার – ৮০%	---
	২০২০-২০২১ অর্থবছর- ৪,৫০,০০০/-	০৬ জন	০১ জন	০৭ জন	বিভিন্ন ইউনিয়ন	আদায়ের হার – ৮৫%	---

উপজেলা সমবায় অফিস

জনবল বিবরণঃ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শুন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১ (এক) জন।	০১ (এক) জন।	নাই।	
২.	সহকারী পরিদর্শক	০২ (দুই) জন।	০	০২ (দুই) জন ।	
৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১ (এক) জন।	০১ (এক) জন।	নাই।	
৪.	অফিস সহয়ক	০১ (এক) জন।	০১ (এক) জন।	নাই।	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
		পুরুষ	নারী	মোট			
১.	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১৭০৪ জন	১৪৫০ জন	৩১৫৪ জন	উখিয়া উপজেলা	উখিয়া উপজেলার নিবন্ধিত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন আয় উৎপাদনকারী ব্যবসা বা কার্যক্রমের প্রশিক্ষন (স্থানীয় পর্যায়ে ৩১৫৪ জন ও জোনাল ইনস্টিটিউটে প্রায় ৬০ জন)।	চলমান
২.	আশ্রয়ন প্রকল্প	৫০০	৪৫০	৯৫০	বিভিন্ন ইউনিয়ন	৪টি আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো- খেওয়াছড়ি বনরূপা আবাসন প্রকল্প -- ১০০ পরিবার চরপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প -- ৩০ পরিবার রাজাপালং আশ্রয়ণ প্রকল্প -- ২০ পরিবার পালংখালি আশ্রয়ণ প্রকল্প -- ১০ পরিবার	চলমান

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা			অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
		পুরুষ	নারী	মোট			
	লাইভ স্টক এন্ড ডেইরী ডেভলপমেন্ট প্রকল্প				সব ইউনিয়ন	উখিয়া উপজেলার খামারীদের গবাদীপ্রাণি হাঁস,মুরগীর টিকা প্রদান কৃমিনাশাক বিতরণ ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একজন করে এল.এস.পি (লাইভস্টক সার্ভির্স প্রোভাইডার) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।	২০১৯-২০২৩
	গবাদি প্রাণি রিষ্টপুষ্ট করণ প্রকল্প				সব ইউনিয়ন	উখিয়া উপজেলার গবাদি পশুর মোটাতাজাকরণ খামারীদের প্রতি বছর ৫০ জন করে তিন বছরে ১৫০ জন খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাদেরকে এ বিষয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	২০১৯- চলমান
	পিপিআর নির্মল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।				সব ইউনিয়ন	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ব্রুউখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়েন ১ জন করে ভলান্টিয়ার ভেক্সিনেটর নিয়োগ করা হবে।তারা প্রতি ইউনিয়নে ছাগলের পি.পি.আর রোগ নির্মলে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করবে।	চলমান
	কৃতিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর করণ প্রকল্প।				সদর ব্যতিত (সব ইউনিয়ন)	উক্ত প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়নে (সদর ব্যতিত) ০১(এক)জন করে এ.আই টেকনেশিয়ান নিয়োগ করা হবে।এ পর্যন্ত পালং খালী ও রত্না পালং ইউনিয়নে ০২(দুই)জন নিয়োগ করা হয়েছে।তাহারা কৃত্রিম প্রজননের কাজ করবে।	চলমান
	সমতলভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প				পালংখালী, রাজাপালং ও জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলায় বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়নে গবাদি প্রাণি পালন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান	২০২০-চলমান

উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ

জনবল বিবরণঃ

মোট ডাক্তার ১২ জন

ক) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা -১জন

খ) জুনিয়র কনসালটেন্ট- ০১ জন

গ) মেডিক্যাল অফিসার- ৯জন

ঘ) ডেন্টাল সার্জন-১ জন

ঙ) কোভিড পরিস্থিতিতে নতুন ০৩জন চিকিৎসক প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
১	কমিউনিটি ক্লিনিক		পুরো উপজেলায়।	১। কমিউনিটি ক্লিনিক: চালুকৃত সিসি-১৮টি, ক) বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন সিসি সংখ্যা- ০৬টি, খ) সোলার সংযোগ আছে এমন সিসির সংখ্যা- ১১টি, গ) বিদ্যুৎ+সোলার প্যানেল-০৩টি, ঘ) সোলার নষ্ট আছে-০৬টি, ঙ) বিদ্যুৎ+সোলার প্যানেল নাই-০৩টি, চ) সচল টিউবওয়েলের সংখ্যা-১৪টি, ছ)টিউবওয়েল অচল এমন সিসির সংখ্যা-০৩টি,জ) মোট স্বাভাবিক প্রসব সংখ্যা:কুতুপালং সিসি-৯টি,ঝ)অনলাইন রিপোর্টিং:১০০%।	চলমান
২	স্বাস্থ্য বিভাগীয় কার্যক্রমঃ (মাসিক)		পুরো উপজেলায়।	২। স্বাস্থ্য বিভাগীয় কার্যক্রমঃ ক) বহিঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী- ৯৭৬৭জন (প্রতিমাসে), খ) আন্তঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী-১০০০জন (প্রতিমাসে), গ) জরুরী বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী-৩৩৪২জন (প্রতিমাসে), ঘ) মোট শয্যা ব্যবহারের হার-	চলমান

				১৫১.০৮%, ঙ) মোট স্বাভাবিক প্রসব-১৯৬জন (হাসপাতাল-৪৫, সাব-সেন্টার-৬৫, কমিউনিটি ক্লিনিক-০৭, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ-৭৯), চ) সিজারিয়ান-১৮জন।	
৩	আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্ণার (জানুয়ারি ২০২২ তথ্য)		পুরো উপজেলায়।	৩। এমআইএস রিপোর্টিং হার ১০০% ৪। আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্ণার- ক) অনলাইন রিপোর্টিং হার – ১০০% খ) মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী ৭৩৩ জন (ছেলে ৪০৫ জন, মেয়ে ৩২৮ জন) (জানুয়ারি ২০২২তথ্য)	চলমান
৪	টিবি		পুরো উপজেলায়।	৫। টিবি- (জানুয়ারি ২০২২ তথ্য) ক) মোট প্রিজাম্পটিভভ রোগী- ৪৯৫জন খ) মোট রোগী- ৩৫ জন গ) পজেটিভ- ২৬ জন ঘ) নেগেটিভ ও অন্যান্য- ৯জন ঙ) মৃত্যু- ১জন	চলমান
৫	নিরাপদ খাদ্য বিভাগ		পুরো উপজেলায়।	৬। নিরাপদ খাদ্য বিভাগঃ ক) রেষ্টুরেন্ট পরিদর্শন-৩৫টি, খ) মুদির দোকান-২০টি, গ) মাংসের দোকান-০২টি, ঘ) মাছের দোকান-০৪টি, ঙ) সন্দেহজনক খাদ্য নমুনা সংগ্রহ-০১টি, চ) চাউলের দোকান/গোডাউন-০১টি, ছ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরাপদ খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান-৩৫জন, জ) নিরাপদ খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন-০৪টি,	চলমান
৬	কলেরা ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন		পুরো উপজেলায়।	কলেরা ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনঃ বলপূর্বক বাস্তু'চ্যুত মায়ানমার উদ্দিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর (১ বছর থেকে ৫ বছর সকল উদ্দিষ্ঠ শিশু) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (১ বছরের উর্দ্ধে সকল জনগোষ্ঠী) জন্য কলেরা ভ্যাকসিনের বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইন চলমান রয়েছে।	চলমান
৭	শরণার্থী ক্যাম্পে মেডিকেল টিম		রোহিঙ্গা ক্যাম্প	৪। শরণার্থী ক্যাম্পে মেডিকেল টিমঃ ক) সরকারী- ০৮টি (মোবাইল মেডিকেল টিম) ও ০৩ টি স্থায়ী কেন্দ্র (কুতুপালং সিসি, বালুখালী সাব সেন্টার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স), খ) বেসরকারী- ১৯১ টি।	চলমান
৮	কোভিড-১৯ কার্যক্রম		পুরো উপজেলায়।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড পরীক্ষার স্যাম্পল কালেকশনপূর্বক কক্সবাজার	চলমান

				পিসিআর কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং অনলাইনে ফলাফল জানানো হয়। ভ্যাকসিন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত কক্সবাজারের সকল উপজেলার মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদানে উখিয়া এগিয়ে রয়েছে। এবং ৭৫% এর বেশি ভ্যাকসিন প্রদানে কার্যক্রম চলমান	

উপজেলা শিক্ষা অফিস

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	চলমান/বাস্তবায়িত কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাজেট/মেয়াদ
১	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PEDP-4)		সমগ্র উপজেলা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত
২	Need Based Infrastructure Development of Govt. Primary School (NBID-GPS)		সমগ্র উপজেলা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

জনবল বিবরণঃ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত জনবল	বিদ্যমান জনবল	শুন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	01	0	01	
২	উপজেলা একডেমিক সুপারভাইজার	01	01	0	

৩	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	01	0	01	
৪	কম্পিউটার অপারেটর কাম শাট মুদ্রাক্ষরিক	01	0	01	
৫	অফিস সহকারী	01	0	01	
৬	অফিস সহায়ক	01	0	01	
৭	নৈশ প্রহরী	01	01	0	
৮	ঝাড়ুদার	01	0	01	

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মেয়াদ/বাজেট
১	সেসিপ (Secondary Education Sector Investment Program)	মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৫০০ শিক্ষার্থীরা	সমগ্র উপজেলা	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র বিতরন, আইসিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা	২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত
২	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	মাধ্যমিক পর্যায়ের ১০০০ শিক্ষার্থীরা	সমগ্র উপজেলা	বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আসবাবপত্র সরবরাহ	চলমান

পল্লী উন্নয়ন বিভাগ

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মেয়াদ/বাজেট
১	সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি		উখিয়া উপজেলা	মোট ৩৮ টি সমবায় সমিতি গঠন (২৩ পুরুষদের এবং ১৫ টি মহিলাদের) যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৭০ জন। এক নজরে প্রকল্পের ফলাফলঃ- ১। নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যাঃ ৩৮ টি ২। সমিতির সদস্য সংখ্যা: ১৫৭০ জন ৩। ঋণ মূলধন (seed capital): ৩৫.৫ লক্ষ ৪। ঘুর্নায়মান ঋণ ১২০.৯৩ লক্ষ ৫। ঋণ আদায় হার ৯৮%	চলমান

২	পল্লী প্রগতি প্রকল্প		উখিয়া উপজেলা	এটি উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি। মোট ১৭ টি ওয়ার্ডে সমসংখ্যক দল নিয়ে এটি গঠিত; যার মোট সদস্য সংখ্যা ৪২৬ জন। ঋণ মূলধন (seed capital) ২০.৭৫ লক্ষ	চলমান
৩	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প		উখিয়া উপজেলা	এটি মুলত ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণ প্রকল্প যা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ মূলধন (seed capital) ১.৫৮ লক্ষ এবং ঘুর্ণায়মান মূলধন ৫.৭ লক্ষ টাকা যার আদায় হার ৯৯%।	চলমান
৪	আবর্তক প্রকল্প		উখিয়া উপজেলা	৬৭টি কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১৩২২ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। ঋণ মূলধন (seed capital) ২৭.৬৫ লক্ষ এবং ঘুর্ণায়মান মূলধন ১কোটি ২১.৩ টাকা যার আদায় হার ৯৮%।	চলমান
৫	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ / আরএলপি)		উখিয়া উপজেলা	গ্রামীন বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা। বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গরে তোলার নিমিত্তে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এক নজরে প্রকল্পের ফলাফলঃ- ১। নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যাঃ ১০৪ টি ২। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৯০০ জন ৩। শেয়ার পরিমান ৪.৩১ লক্ষ ৪। সঞ্চয় পরিমাণ ২৩.৯২ লক্ষ ৫। ঋণ মূলধন (seed capital): ১৫৩ লক্ষ ঋণ বিতরণ: ১৪১৪.১০ লক্ষ ৬। ঋণ আদায়: ১২৭৮.২২ লক্ষ ৭। আদায় হার: ৯৭% প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ- ক) সমবায় ব্যবস্থাপনা ৪৪৪ জন খ) হিসাব সংরক্ষণ ৩০৮ জন গ) আয়বর্ধক কর্মকান্ড ১৬২৯ জন ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন ৮৯৬ জন বি. দ্র. জুন ২০১৮ তে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হবার পর থেকে কেবল ঋণ কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ আছে।	চলমান

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মেয়াদ/বাজেট
১	পরিবার পরিকল্পনা		সকল ইউনিয়ন	মোট সক্ষম দম্পদি - ৪০৬৪৬, মোট পদ্ধতি গ্রহীতা ৩১৮২৪, সেএআর- ৭৮.৩০%, মোট গর্ভবতির সংখ্যা - ১৯৮১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে নতুন গ্রহীতার লক্ষ্যমাত্রা ৫০৩৬ দম্পতি।	চলমান
২	প্রসব সেবা		সকল ইউনিয়ন	মাসে ৩৬০ জনের মত প্রসব সেবা পেয়ে থাকেন (২৫% বাড়ীতে যেখানে ১০% অভিজ্ঞ সেবিকার তত্ত্বাবধানে ও ১৫% প্রশিক্ষণ বিহিন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে, অন্যদিকে ৭৫% হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে সেবা পেয়েছেন যার মধ্যে ৬৪% স্বাভাবিক ও ১১% সিজারিয়ান)	চলমান
৩	অন্যান্য		সকল ইউনিয়ন	বিভিন্ন পরিকল্পনা পদ্ধিতি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড চলছে। গর্ভোত্তর ও গর্ভপরবর্তি সেবাও দেয়া হয়। মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য বয়ঃসন্ধিকালীন সেবা বিভিন্ন মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম	চলমান

উপজেলা সমাজসেবা অফিস

চলমান প্রকল্প বিবরণ

ক্রম	পরিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	অবস্থান	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মেয়াদ/বাজেট
	বয়স্ক ভাতা		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জনবান্ধব প্রকল্প। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত । বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন	চলমান

				ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/-(ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যμম একটি সময় উপযোগী কার্যμম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৬০০/-(ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	চলমান
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪,৭২৬ জন। বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	চলমান
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উনড়বয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৪১ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	চলমান
	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৩১৯(তিনশত উনিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	চলমান
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	চলমান
	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	চলমান
	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	গরীব ও দূঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথাঃ- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস)	চলমান

				কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০০০০/-টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	চলমান
	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ১০০০/(এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।	চলমান

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-সমূহের কার্যক্রম

উখিয়া উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনাদ্বয়ে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-সমূহের কার্যক্রম প্রকল্প আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত তালিকা থেকে কোন সংস্থার কি প্রকল্প চলছে তা অনুধাবন করা যায়। তবে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় এবং কিছু দিন পর পর নতুন নামে ভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে বছর শেষের আগেই এমনকি ৩/৬ মাসেও অনেক প্রকল্প শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এনজিও সমন্বয় সভায় এনজিওসমূহের সেক্টরভিত্তিক বিভাজনপূর্বক সেক্টর ফোকাল নির্বাচন করে দেয়া হয়ে। ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি) এনজিওসমূহের সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। এছাড়া, জনাব দেওয়ান জিন্নাহ, ফিল্ড অফিসার, ইউএনডিপি ও মোঃ মহিউদ্দিন, জেলা সমন্বয়ক, ইউআইসিডিপি, উপজেলা পর্যায়ে এসকল সংস্থার সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহায়তা করেন। এছাড়া নিম্নে সেক্টরভিত্তিক এনজিও তালিকা দেয়া হলো।

ক্রম	সেক্টর	সেক্টর কভারেজ	এনজিও	সেক্টর ফোকাল
	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)	শেল্টার, কমিউনিটি অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইমার্জেন্সি খাদ্য ও অর্থ সহায়তা	বিডিআরসিএস, ইউএনডিপি, আইএফআরসি, স্কাসক, কেয়ার, ব্র্যাক, ডিআরসি, এনআরসি, আইআরসি, কারিতাস, একশন এইড, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, আইওএম, সিডিডি	বিডিআরসিএস

	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and Nutrition)	স্বাস্থ্য সেবা, মেডিক্যাল সামগ্রী, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা,	আরটিএম ইন্টারন্যাশনাল, আইওএম, ইউনিসেপ, ব্র্যাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এমএসএফ, শেড, মুক্তি, আইবাস, এসএআরপিভি, আসিয়াব	আরটিএম ইন্টারন্যাশনাল
	সুরক্ষা (Protection)	শিশু সুরক্ষা, সাধারণ সুরক্ষা, মেডিয়েশন, আইনী সহায়তা, নারীর প্রতি সহিংসতা,	ব্লাস্ট, স্কাস, ইপশা, ডিআরসি, আইআরসি, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেভ দ্য চিল্ড্রেন, ডিএসকে, শেড, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মুক্তি , একলাব,	ব্লাস্ট
	ওয়াশ (Wash)	ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন	ডিএসকে, এনআরসি, এনজিও ফোরাম, বিডেআরসিএস, কেয়ার	ডিএসকে
	শিক্ষা (Education)	শিশু শিক্ষা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক	রুম টু রিড, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, এডুকো, কোডেক, সেভ দ্য চিল্ড্রেন, ইউনিসেফ, মুক্তি।	রুম টু রিড
	দক্ষতা ও জীবিকা (Skills and Livelihood)	দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, মৎস, প্রানীসম্পদ, কারিগরি দক্ষতা,	সুশিলন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস, বিডিআরসিএস, উত্তরণ, আইওএম, এসএআরপিভি	সুশিলন

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বিবরণমূলক বিশ্লেষণ

উখিয়া উপজেলা বাংলাদেশ আর কয়েকটি উপজেলা থেকে ভৌগলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এ কারণে ফরম্যাট ভিত্তিক বিশ্লেষণের পূর্বে উপজেলার বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি বর্ণনামূলক আলোকপাত প্রয়োজন। নিম্নোক্ত আলোচনা উখিয়া উপজেলার একটি

১। রোহিঙ্গা সংকটঃ

রোহিঙ্গারা মুলত মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠী। যদিও ইতিপুর্বে একাধিকবার এদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটে, তবে তা তীব্রতর হয়ে উঠে ২০১৭ সালে যখন মায়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে প্রায় দশ লাখের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিত আবির্ভাব ঘটে। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার উপর। খাদ্য, যোগাযোগ, জীবন ও জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষিতে শরনার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

২। মাদক সমস্যাঃ

মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় এবং সেই সাথে জল ও স্থল পথে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় উখিয়া মাদক চোরাচালানির একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিলো অনেকদিন ধরেই। বর্তমানে মাদকাসক্তি এবং মাদক ব্যবসা উখিয়া উপজেলার জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিয়মিত টহল, অভিজান, পরিদর্শন, চেকিং স্বত্বেও মাদক পাচার রোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। বস্তুত উখিয়া এবং পার্শ্ববর্তী টেকনাফ উপজেলা বাংলাদেশে মাদক বিশেষত ইয়াবার প্রবেশদ্বার হওয়ায় সমস্যাটি ক্রমেই বেড়ে চলছে।

৩। জনবলের ঘাটতিঃ

উখিয়ার প্রতিটি হস্তান্তরিত বিভাগে লোকবলের ঘাটতি রয়েছে যা প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে অন্যতম একটি অন্তরায়। উপজেলার সাধারণ কার্যাবলির পাশাপাশি রোহিঙ্গা সঙ্কটের কারণে সকল বিভাগের কার্যক্রমে বাড়তি চাপ পড়ছে। এমতাবস্থায় জনবলের ঘাটতির কারণে স্থানীয় জনগনকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ অংশে জনবলের বিদ্যমান অবস্থা দেখানো হয়েছে।

৪। যোগাযোগ অবকাঠামোর উপর বাড়তি চাপঃ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির আবির্ভাবের ফলে তাদের সহায়তায় দেশি বিদেশি বিভিন্ন সরকারী বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে। কিন্তু উখিয়ার মত ছোট্ট উপজেলার যোগাযোগ অবকাঠামো বাড়তি লোকের সামাল দেবার মত করে তৈরি ছিলো না। এই বাড়তি চাপের ফলে পাকা রাস্তাগুলো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে এবং গ্রামীন রাস্তা, যেগুলো ছোট যান চলার উপযোগী, ভাড়ী যান চালনার দরুন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, উখিয়া উপজেলার বেশির ভাগ রাস্তাই খাদ খন্দকে ভরে গেছে এবং এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠি সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু অবকাঠামো প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে সকাল এবং বিকালে বাজারগুলোতে যানজট লেগে থাকে যার ফলে মানুষের কর্মঘন্টা হ্রাসের পাশাপাশি জরুরী সেবা পেতে বিঘ্ন ঘটছে।

ফরম্যাট অনুযায়ী পরিস্থিতি

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা			সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা	সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি				
পরিবহণ ও যোগাযোগ	ইউনিয়ন এবং গ্রাম থেকে জনগণ বাজার, স্কুল ও উপজেলা সদর ও জেলা সদরের সাথে যাতায়াত করতে পারেনা	উখিয়ার সকল ইউনিয়ন	**উপজেলা সড়ক** উপজেলা সড়ক মোট রাস্তা ২২৪টি দৈর্ঘ্য-৫১৪.৩০ কিঃমিঃ পাকা- ৮৪.৭৬ কিঃ মিঃ কাঁচা- ৩১৪.৮৯ কিঃমিঃ HBB/BFS- ১১৩.৬০ কিঃমিঃ আরসিসি ১.০৬ কিঃমিঃ কালভার্ট ৯৩২ টি দৈর্ঘ্য ৩৪২৫.২২ মিঃ গ্যাপ ২২৯টি, দৈর্ঘ্য ১৪৮৩.১০ মিঃ.	১। রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য ভারী ট্রাক চলাচলের কারণে রাস্তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ২। ইউনিয়নের পাকা রাস্তা গুলোর বেহাল দশা ৩। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষাকালে চলাচলের অনুপযুক্ত	গ্রামীণ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প- ২০ কিমি ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ ১৫ টি (এলজিইডি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, জেলা পরিষদ ও সংসদ সদস্যের প্রকল্প থেকে) এলজিইডির আওতায় মোট ৭০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৩৮ টি পাকা রাস্তা সংস্কার করা হবে।	উপজেলার পাকা সড়কগুলোর সংস্কার ২৪৪ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন করা হবে। ব্রিজ/কালভার্ট ১৪৮৩.১০ মিঃ নির্মাণ করা হবে।	কাঁচা রাস্তার ব্রিক সলিং করা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রায় ২কিমি ইউনিয়ন সড়ক, ৫০ কিমি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ৩০ টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা			সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা	সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি				
জনস্বাস্থ্য	উপজেলা সকল জনগন নিরাপদ পানি, পয়নিষ্কাষন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধার আওতায় আসে নি	সকল ইউনিয়ন উখিয়া	৫০০০ পরিবার (৩০০ গভীর নলকূপ বা ৭০০ অগভীর নলকূপ প্রয়োজন(	১। গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা অপর্যাপ্ত, ২। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ৩। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধার অভাব	১। অগ্রাধীকার পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৪ টি নলকূপ স্থাপন। ২। জালিয়াপলং ইউনিয়নে সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন প্ল্যাল্ট স্থাপন। ৩। অগ্রধীকার প্রকল্পের কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন ৪। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	প্রায় ২০০ টি গভীর নলকূপ ও ৩০০ অগভীর নলকূপ (১১০০০ টি পরিবারের জন্যে)	উপজেলা পরিষদ ৫০টি গভীর ১০০ টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করবে

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা			সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা	সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি				

শিক্ষা	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি	৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা	প্রায় ২৫% শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপুস্থিতি হারঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুপুস্থিতি হারঃ ১৫% মাদ্রাসায় অনুপুস্থিতি হারঃ ১৭%	১। শিক্ষার পরিবর্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করার মানসিকতা ২। শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব ৩। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব। ৪। সহশিক্ষা কার্যক্রমের অভাব। ৫। শিক্ষক স্বল্পতা ৬। শ্রেনী কক্ষে আনুপাতিক হারে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি কার্যক্রম চলমান ফ্রেন্ডশিপ এনজিওর সহায়তায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ১০ স্কুলে খেলাধুলার পরিসর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।	১৫% শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত	উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫ টি স্কুলে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করবে যাতে ১৫০০০ শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে ১টি কলেজ স্থাপন শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিতর্ক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা			সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা	সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি				
কৃষি	স্বল্প কৃষিজ ফলন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ	প্রায় ৮০ টি খাল ও নালা	পানি নিষ্কাশনের জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ড্রেনের অভাব এবং খাল ও নালাগুলো ভরাট হয়ে আছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বর্জ্যের কারণে পালংখালি ও রাজাপালং ইউনিয়নের বিরাট এলাকা জুড়ে কৃষি কাজ করা যাচ্ছে না।	ক) কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০ জন এবং ৫ বছরে মোট ৫০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কৃষি বিভাগ প্রতিবছর ১,০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে। গ) পালংখালি ও রাজাপালংয়ে বর্জ্যের কারণে চাষাবাদের অনপুযোগি হওয়া থেকে রক্ষা করতে সলিড ওয়েস্ট অপসারণ ও যথাযথ প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	একই থাকবে	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ ২০ টা খাল বা নালা খনন করতে পারে

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা			সমস্যার বর্ণনা বা উন্নতিকরনে প্রতিবন্ধকতা	সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি				
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	চলমান কোভিড পরিস্থিতি ও মাতৃমৃত্যুর হার বেশি	উখিয়ার সকল ইউনিয়ন	কোভিড পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। তবে রোহিঙ্গাসহ বিপুল জনগোষ্ঠির উপস্থিতিতে উচ্চ প্রাদুর্ভাব সম্ভাবনা। মাতৃমৃত্যুর হার ১৩৩ জন গর্ভবতী মহিলা (প্রতি ১ লক্ষে)	চলমান কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব সচেতনতা এবং অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হওয়া	-১২ টি মাতৃমৃত্যু বিষয়ক সচেতনতা প্রোগ্রাম -নিয়মিত পরিদর্শন স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে	-মাতৃমৃত্যুর হার ১২০ জন গর্ভবতী মহিলা হবে (প্রতি ১ লক্ষে) -মাতৃমৃত্যু নিয়ে জনগণ সচেতন নয় -যথা সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানো কষ্টকর - ৪ জন ডাক্তার এবং ৮ জন নার্সের অভাব	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ মাতৃমৃত্যু বিষয়ক ৫০ টি মা সমাবেশ করতে পারে ১ টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে পারে বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র গরু জবাই করা হচ্ছে। কোটবাজারে ০১ টি কসাইখানা নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
মৎস্য	মৎস চাষের উৎস ও উৎপাদন কমে যাওয়া	উখিয়া উপজেলা	সকল ইউনিয়ন	ব্যাপকহারে পোনা মাছ ধরা পুকুর জলাশয় বরাট করে ফেলা	মৎসজীবীদের মাঝে পোনা মাছ বিতরণ	মৎস উৎপাদন আরো কমে যাবে যদি পুকুর জলাশয় ভরাট বন্ধ না করা যায়	সুপারিশঃ উপজেলা পরিষদ পুকুর জলাশয় ভরাট বন্ধে এবং মৎস উৎপাদনের লক্ষ্যে মৎস চাষী বা জেলেদেরকে পোনা মাছ বিতরণ সহ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে পারে

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
প্রাণিসম্পদ	প্রানীসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না	উখিয়া উপজেলা	উপজেলার প্রানী সম্পদ বিভাগের কার্যক্রম সর্বত্র পৌছছে না এবং এর সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।	০১.চাহিদা মোতাবেক জনবলের অভাব। ০২.গবাদি পশু হাঁস মুরগীর বিভিন্ন রোগের টিকার অভাব। ০৩.হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব। ০৪. প্রান্তীক খামারীগন গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালনের উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে অসচেতন। ০৫. মাঠ পর্যায়ে খামার পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ভেহিকল নাই। ০৬. প্রাণিজাত দ্রব্য(দুধ,ডিম,মাংশ) বাজারজাত করন্। ০৭.ভবনের অবকাঠামোগত সমস্যা ০৮.ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাদান কেন্দ্র নাই।	১। লাইভ স্টক এন্ড ডেইরী ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে উখিয়া উপজেলার খামারীদের গবাদীপ্রাণি হাঁস,মুরগীর টিকা প্রদান কৃমিনাশাক বিতরণ । ২। গবাদি প্রাণি রিষ্টপুষ্ট করণ প্রকল্পের অধীনে উখিয়া উপজেলার গবাদি পশুর মোটাতাজাকরণ খামারীদের প্রতি বছর ৫০ জন করে তিন বছরে ১৫০ জন খামারীদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ৩। পিপিআর নির্মল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের অধীনে প্রতি ইউনিয়নে ছাগলের পি.পি.আর রোগ নির্মলে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হবে। ৪। কৃতিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর করণ প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলার প্রতি ইউনিয়নে (সদর ব্যতিত) প্রয়োজনীয় লোকবলের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের কাজ করবে।	৬০ শতাংশ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।	সুপারিশঃ ১। ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম বিনামূল্যে দেওয়া উচিত ২। খামারি এবং গবাদি পশুর মালিকদের ঘাস উৎপাদন ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করা দরকার ৩। ইউজিডিপির অধিন জালিয়াপালং ইউনিয়নে প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র স্থাপন।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
যুব উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রতিবন্ধকতা	উখিয়া উপজেলা	ট্রেনিং এর জন্য জনবল ও অর্থের ঘাটতি	জনবলের অভাব প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং সময়কাল কম	বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান অর্থবছরে ১.৫ লক্ষ টাকা	কোনো তথ্য নেই যে কি পরিমাণ বেকার আছে বা কি পরিমাণ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার	সুপারিশঃ উপেজলা পরিষদ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন করতে পারে

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
বিআরডিবি	গঠিত সমবায় সমুহে সীমিত সাপোর্ট	উপজেলা	১২২ টি সমবায় সমিতি	সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ	১। সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ২। পল্লী প্রগতি প্রকল্প ৩। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প ৪। আবর্তক প্রকল্প	৭০ টি সমিতি	সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঋণ সুবিধা প্রদান করে যুবকদের স্বাবলম্বীকরণ।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
বিআরডিবি	গঠিত সমবায় সমুহে সীমিত সাপোর্ট	উপজেলা	১২২ টি সমবায় সমিতি	সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ	১। সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ২। পল্লী প্রগতি প্রকল্প ৩। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প ৪। আবর্তক প্রকল্প	৭০ টি সমিতি	সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঋণ সুবিধা প্রদান করে যুবকদের স্বাবলম্বীকরণ।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস)	উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সহযোগিদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব	সমগ্র উপজেলা	উপজেলা এলাকায় প্রায় ২০ টি উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা কাজ করছে। কিন্তু তাদের সাথে উপজেলার কার্যক্রমের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে	১। এনজিও সমুহ নিজ নিজ প্রস্তাবনার ধরণ অনুযায়ি প্রকল্প নিয়ে থাকে। ২। উন্নয়ন চাহিদার নিরিখে প্রকল্প নেয়া নেয়া হয় না। ৩। এনজিও সমুহের মাঝে পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব। বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ	ইউএনও-র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে এনজিও সমন্বয় সভা হয়ে থাকে	সিপিপি কর্তৃক দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম চলমান উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সকল বেসরকারি সংস্থাকে নিয়ে সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম চলমান	উপজেলা দুর্যোগ প্রশমন সংক্রান্ত একটি প্লাটফর্মের মাধ্যমে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় করা হবে।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
সমবায়	কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের অধিন ঋণ আদায়ে সদস্যদের অনিহা বৃদ্ধি	সংশ্লিষ্ট আশ্রয়ণ প্রকল্প	৪ টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিন ১৬০ টি পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারনে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে।	ঋণ কার্যক্রম চালু আছে।	পরিবারসমূহ ঋণখেলাপি হয়ে যাবে।	১৬০ টি পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
পরিবার পরিকল্পনা	জনবলের সীমাবদ্ধতায় সেবা প্রদান ব্যহত	উপজেলা	৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৬৬ অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত ৩৫ জন ২২ শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার বাইরে মাতৃমৃত্যুর হার ১৩৩ জন গর্ভবতী মহিলা প্রতি ১ লক্ষে	জনবলের অভাব পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জনসচেতনতার অভাব দুর্গম এলাকায় যাতায়াতে সমস্যা অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হওয়া	বর্তমানে কর্মীশুন্য ইউনিটসমূহে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অত্র উপজেলায় 'কাজ নাই ভাতা নাই' ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত paid peer volunteer এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলছে। - মাতৃমৃত্যু বিষয়ক সচেতনতা প্রোগ্রাম -নিয়মিত পরিদর্শন স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে - স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগনের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌছানো ও উদবুদ্ধকরণ / পরামর্শ কার্যক্রম চলমান	২০ শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার বাইরে -মাতৃমৃত্যুর হার ১২০ জন গর্ভবতী মহিলা হবে (প্রতি ১ লক্ষে) -মাতৃমৃত্যু নিয়ে জনগণ সচেতন নয় -যথা সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানো কষ্টকর	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি। জনবল নিয়োগ উপজেলা পরিষদ মাতৃমৃত্যু বিষয়ক ১০ টি মা-সমাবেশ করতে পারে জরুরী প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্স / যানবাহন সুবিধার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			

সমাজসেবা	১.সকল হতদরিদ্র মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনা যায় নি। ২.সামাজিক ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে অবকাঠামোগত, লজিস্টিক ও কর্মীদের দক্ষতার স্বল্পতা। ৩. কার্যালয়ে স্থান সংকট ও পুরোনো লোকবল কাঠামো	সকল ইউনিয়ন উখিয়া	১. বয়স্ক এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনা যায় নি। ২. শিশু আইন -২০১৩ অনুযায়ী থানায় শিশু সহায়তা ডেক্স করার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে শিশু সহায়তা ডেক্স বসানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও বিধিমালা ২০১৮ অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন গঠনের বিধান রয়েছে। বয়স্ক ও ও অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেনীরও মতবিনিময় ও সাংগঠনিক প্ল্যাটফর্ম থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি কর্মী স্বল্পতা ও বর্তমানে নিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতা স্বল্পতা রয়েছে। ৩. সমাজসেবা অধিদফতর বর্তমানে ৫২ ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। যার বড় একটা অংশ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ১৯৮৪ সালের কর্মচারী পদকাঠামো অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। আবার যার মধ্যে ৫টি পদ খালি । পাশাপাশি উখিয়া উপজেলায় বর্তমানে ১জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছে। এই ৬ কর্মচারী বসার জন্য ১টি কক্ষ বরাদ্দ আছে যাতে সকলে বসতে পারে না এবং আগত সেবাগ্রহীতাদের পর্যাপ্ত সেবা দেয়া যায় না।	১.উখিয়ায় বয়স্ক বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের সংখ্যাধিক্য ২.উপজেলা ও থানা পর্যায়ে শিশু সহায়তা ডেক্স না থাকা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপজেলা পর্যায়ে কোনো সংগঠন না থাকা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো স্থান না থাকা। কর্মী স্বল্পতা এবং কর্মীদের যুগোপযোগী ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকা। ৩. পর্যাপ্ত লোকবল না থাকা, কর্মরত কর্মীদের বসার পর্যাপ্ত স্থান না থাকা।	সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক চলমান কার্যক্রমসমূহঃ 1) বয়স্ক ভাতা 2) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা 3) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা 4) দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা 5) মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা 6) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী 7) দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী 8) হিজরা সম্প্রদায়ের শিক্ষা উপবৃত্তি 9) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী) 10) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম 11) পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম 12) ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী 13) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম 14) ক্যান্সার, কিডনি , লিভার সিরোসিস,থ্যালেসেমিয়া,স্ট্রোকে প্যারালাইজড রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি	১. বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষ অধিকাংশকই নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভবপর হবে। ২.উপজেলায় শিশু সহায়তা ডেক্স ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিমার্ণ সম্ভব হলে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম গতি পাবে। ৩. প্রয়োজনীয় লোকবল ও কক্ষ বরাদ্দ দিলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	প্রয়োজন হবে না

খাত	সমস্যার বর্ণনা বা প্রতিবন্ধকতা				সাম্প্রতিক চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্প	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ এবং পালটা ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ বা বিস্তৃতি	কারণ			
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আর্থসামাজিক নানা কারণে বিধবা বিশেষত স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের সংখ্যা উখিয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে।	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে অবকাঠামো ও আসবাবপত্র সমস্যার কারনে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত wtc "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে দর্জি বিজ্ঞান ও বিউটিফিকেশন ট্রেডে বছরে ২২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ভিজিডি ও দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রম চলমান	৬৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন আয় উৎপাদনকারী ব্যবসা বা কার্যক্রমের জন্য সমবায় সমাজের সদস্যদের প্রশিক্ষন দেয়া। কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী - উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যরা

বাজেটের সার-সংক্ষেপ

ফরম- ক
(বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য)
বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রকৃত	চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বা সংশোধিত	পরবর্তী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট
১	২	৩	৪	৫
অংশ- ১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	৩৯,২২৬,৯৮৯.০০	৪০,৭৩৪,০৮৫.০০	৪৭,২৩৮,০৫৫.০০
	অনুদান (সরকারি মঞ্জুরী)			
	মোট প্রাপ্তি	৩৯,২২৬,৯৮৯.০০	৪০,৭৩৪,০৮৫.০০	৪৭,২৩৮,০৫৫.০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৮,৮২৬,৯৮৯.০০	৮,৭৯০,৬০৪.০০	১২,২৭১,০০০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	২৮,৬০০,০০০.০০	২৮,২৯৬,০০০.০০	১৫,০০০,০০০.০০
অংশ- ২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান	৬,৮২৪,০০০.০০	৭,০২৭,০০০.০০	৭,১০০,০০০.০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	৫,৮৬৩,০০০.০০	৫,৭৪০,০০০.০০	৫,২৫০,০০০.০০
	মোট (খ)	১২,৬৮৭,০০০.০০	১২,৭৬৭,০০০.০০	১২,৩৫০,০০০.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৪১,২৮৭,০০০.০০	৪১,০৬৩,০০০.০০	২৭,৩৫০,০০০.০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয় (সংরক্ষিতসহ)	৪০,৮৭৪,১৩০.০০	৪০,৬৫২,৩৭০.০০	২৬,৫২৯,৫০০.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৪১২,৮৭০.০০	৪১০,৬৩০.০০	৮২০,৫০০.০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	২৩৬,৫৪৬.০০	২৩৯,৫৪৬.০০	২৩৭,৫৪৬.০০
	সমাপ্তি জের	৬৪৯,৪১৬.০০	৬৫০,১৭৬.০০	১,০৫৮,০৪৬.০০

রূপকল্প বিবরণী

“চলমান রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান পুর্বক উন্নত যোগাযোগ ও কৃষি ব্যবস্থা, বর্ধিত জনস্বাস্থ্য সেবা, মানসম্মত শিক্ষা এবং সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা”

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে গৃহিত রূপকল্প বিবরণীটি কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোড় দিয়েছে। যথা-

১। রোহিঙ্গা সংকটের সন্তোষজনক সমাধান উখিয়া উপজেলার অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

২। বিবরণীটি কয়েকটি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে। তা হলো-

ক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
খ। অবকাঠামো উন্নয়ন
গ। জনসাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ
ঘ। কৃষি উন্নয়ন
ঙ। শিক্ষার মানোন্নয়ন

৩। জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাকে উখিয়া উপজেলা পরিষদের কাঙ্ক্ষিত কোশলগত দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য (strategic long term objective) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য এবং ফলাফল

ক্রম	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	ক) কাঁচা (মাটির) রাস্তা ইট সলিং ও পাকা করা খ) ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ । গ) গাইড ওয়াল নির্মান	ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রায় ২কিমি ইউনিয়ন সড়ক, ২০ কিমি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ খ) ১০ টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ গ) ১০ টি গাইডওয়াল নির্মান
২	জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ও স্বাস্থ্য স্যানিটেশন নিশিচ করা নিশ্চিত করা।	জনস্বাস্থ্য	ক) পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মান	ক) বাজার ও জনসমাগম এলাকায় ৬ টি ড্রেইন নির্মান
৩	উপজেলায় কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক) কৃষি উপকরণ বিতরন করবে। খ) মৎস্য প্রশিক্ষণ	ক) স্থানীয় কৃষকদের মাঝে মোট ৫০০ জনকে এককালীন কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও কিটনাশক সরবরাহ করবে। খ) মোট ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আওতায় ১০০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৪	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পাঠদানের সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা	শিক্ষা	খ) শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন গ) বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ।	খ) ২ টি প্রাথমিক ও ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। গ) ১০ টি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

লক্ষ্য বাস্তবায়নের কৌশল

উপজেলা পরিষদ শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়নে আবদ্ধ না থেকে এটির সফল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের নিম্নোক্ত কৌশল নির্ধারণ করেছে –

খাত	কৌশল
ক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	উখিয়ার নাজুক যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়নই এই মুহুর্তে উপজেলা পরিষদের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। সে জন্যে ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর এই খাতেই সর্বাধিক ব্যয় করা হবে।
খ। অবকাঠামো উন্নয়ন	এটি যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হলেও এটি আরো বৃহত্তর পরিসরের অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করবে যার মধ্যে অন্যান্য খাতের যেমন কৃষি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হবে।
গ। জনসাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ	জনস্বাস্থ্যে ২য় প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে সাম্প্রতি সময়ে উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সেবা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে যদিও সমস্যা প্রকট তথাপি উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর এখাতে তেমন বিনিয়োগ করবে না। এ দুবছর বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর নজর রাখবে এবং নির্ভর করবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছুতে এবং বেসরকারি বিনিয়োগে থাকা কোন গ্যাপের উপর উপজেলার তৃতীয় বছরান্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিনিয়োগ করবে।
ঘ। কৃষি উন্নয়ন	কৃষিতে উপজেলা ২য় বছর থেকে বিনিয়োগ বাড়াবে।
ঙ। শিক্ষার মানোন্নয়ন	শিক্ষা খাতে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে।

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

ক্রম	প্যাকেজ নং	স্কীমের নাম	স্কীমের বিবরণ	অভিষ্ট/ পরিমাণ	উপকারভোগী নারী/ পরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি	অবস্থান	**আরম্ভের তারিখ**	**সমাপ্তির তারিখ**	**বাস্তবায়নকারি সংস্থা**	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	**তহবিলের উৎস**	**দায়িত্বশীল সংস্থা**	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	**রেফারেন্স**	**মন্তব্য**
১	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০১	(ক) গুলজার বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষসম্প্রসারণ (খ) আবদুর রহমান বদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান (গ) খয়রাতি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ	বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৩০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২২	জুন ২০২২	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০২	(ক) উত্তর টাইপালং মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মাণ (খ) মৌলভী পাড়া সড়কে খাল পাড়ে ব্রীজ সংলগ্ন এডভোকেট আবদুর রহিমের বাড়ী পর্যন্ত ভাংগনরোধে গাইড ওয়াল নির্মান (গ) উখিয়া খাদ্য গুদাম সংযোগ সড়কের উন্নয়ন ও ড্রেইন নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		২০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২৩	জুন ২০২৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	১৯০২৬১৯.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৩	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৩	উপজেলা পরিষদের প্রবেশ রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৪৭০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২৪	জুন ২০২৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	৭৬৬৬০২৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৪	(ক) উখিয়া থানা পুকুর পাড়ে রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) পাতাবাড়ী অনাথ আশ্রম এবং আনন্দ ভবন বৌদ্ধ বিহারের পাশের খালে গাইড ওয়াল নির্মাণ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৩২০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২৫	জুন ২০২৫	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	১৯৫৮৪৫৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৫	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৫	শীলের ছড়া আরাকান সড়ক হতে দক্ষিণ দিকে এলজিইডি সড়ক পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২৮০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২৬	জুন ২০২৬	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	৩১০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৬	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৬	(ক) শীলের ছড়া ধল্যাঘোনা সড়কের বিরেজ্যা বড়–য়ার বাড়ীর পার্শ্বের ভাংগা রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ (খ) তুলাতলী পাড়া মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত বাসস্থান প্রকল্পের দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ (গ) পশ্চিম দরগাহ বিল আইএফএমসি নিবন্ধনকৃত কৃষক সমবায় সমিতি লি: এর অফিস ঘর নির্মাণ। (ঘ) পশ্চিম দরগাহ বিল রহমানিয়া জামে মসজিদের পার্শ্বে ভাংগন রোধে গাইডওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১৫০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রাজাপালং	এপ্রিল ২০২৭	জুন ২০২৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	১৬৭৯০৩৪.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৭	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৭	(ক) মাদ্রাসা দারুল উলুম হেফজখানা ও এতিম খানার ড্রেইন নির্মান (খ) থাইংখালী ষ্টেশন হতে আশারপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন।	পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে ড্রেনটি নির্মান করা হবে।		৬০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	পালংখালি	এপ্রিল ২০২৮	জুন ২০২৮	উপজেলা প্রকৌশল	৪৪০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৮	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৮	(ক) রুমখা আলিম মাদ্রাসা হতে রফিক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই (খ) চৌধুরী পাড়া জামে সমজিদ হইতে সাবেক মেম্বার জাফর উল্ল্যাহ চৌধুরী বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই কাজ। (গ) রুমখা বটতলী সড়ক হতে মুক্তিযোদ্ধা মুফিজুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (ঘ) পশ্চিম নাপিত পাড়া কালি মন্দিরের সিড়ি ও রাস্তা আরসিসি ঢালাই।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২২০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	হলুদিয়াপালং	এপ্রিল ২০২৯	জুন ২০২৯	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	১৮০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৯	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/০৯	(ক) নতুন পাড়া জামে মসজিদ হতে ডেকোরেশন মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন কাজ। (খ) রুমখা বড়বিল ষ্টেশন হতে পূর্ব দিকে ফরিদ আলমের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (গ) নলবনিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ (ঘ) উত্তর বড় বিল খেজুর গাছ তলা কবরস্থানের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ (ঙ)পশ্চিম মরিচ্যা গুরাইয়ারদ্বীপ রোড হতে সামু সওদাগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকসলিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২১০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	হলুদিয়াপালং	এপ্রিল ২০৩০	জুন ২০৩০	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	১৮০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

১০	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/১০	(ক) সোনার পাড়া ঝাউবাগান রাস্তায় ব্রিকসলিং দ্বারা উন্নয়ন (খ) সোনাই ছড়ি এলজিইডি সড়ক হতে আবদুল করিমের বাড়ীর পাশ্ব দিয়ে ফুটবল খেলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং ও গাইড ওয়াল নির্মাণ (গ) সোনাইছড়ি বাদামতলী কালার পাড়া রাস্তায় ব্রিকসলিং ও কালভার্ট নির্মান কাজ (ঘ) সোনার পাড়া চেয়ারম্যানের বাড়ীর পিছন হতে ভাবীর দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও ব্রিক সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	জালিয়াপালং	এপ্রিল ২০৩১	জুন ২০৩১	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১১	উখিয়া/এডিপি/বাজস্ব/ ২০২১-২২/১১	(ক) পূর্বকুল আলী হোছন বৈদ্যের বাড়ী হতে মুজিব বর্ষের আশ্রায়ন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (খ) এডভোকেট তোফাইল আহম্মদের বাড়ী হতে কবির মিয়ার রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (গ) পশ্চিম রত্না বায়তুন নূর জামে মসজিদ হতে সুনিল খলিফার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২৯০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।	রত্নাপালং	এপ্রিল ২০৩২	জুন ২০৩২	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২৭০০০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	টেন্ডার	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১	জালিয়াপালং	সোনার পাড়া আলী হোছনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		২০০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৩	জুন ২০৩৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

২	জালিয়াপালং	ইনানী গোদারা ঘাট জংশন হতে ইলিয়াছ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১০০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৪	জুন ২০৩৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩	জালিয়াপালং	৪নং ওয়াডে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সাগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৫	জুন ২০৩৫	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪	জালিয়াপালং	নিদানিয়া এলজিইডি রোড হতে পূর্বে আবদুল করিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৬	জুন ২০৩৬	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৫	জালিয়াপালং	৮নং ওয়াডে মাদারবনিয়া চাকমাপাড়া বৌদ্ধ মন্দির হতে মন্টু চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং কাজ।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৭	জুন ২০৩৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৬	জালিয়াপালং	৯নং ওয়াডে মনখালী চাকমাপাড়া রৌজার বাড়ী হতে সালাউদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৮	জুন ২০৩৮	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৭	জালিয়াপালং	১নং ওয়াডে জুম্মাপাড়া ফরিদ আহম্মদের বাড়ী হতে সৈয়দ আহম্মদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৩৯	জুন ২০৩৯	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৮	জালিয়াপালং	মোফাছেলের বাড়ী হতে সাদ্দাত মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকফ্লাট সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪০	জুন ২০৪০	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৯	জালিয়াপালং	লম্বরী পাড়া মুকবুল আহম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪১	জুন ২০৪১	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১০	জালিয়াপালং	৭নং ওয়াডে পাটুয়ারটেক এলজিইডি রোড হতে মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং রাস্তা মেরামত	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪২	জুন ২০৪২	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১১	জালিয়াপালং	পাটুয়ারটেক মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৩	জুন ২০৪৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১২	জালিয়াপালং	পান্যাশিয়া মিয়াজি পাড়া কবরস্থানের পার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৪	জুন ২০৪৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৩	জালিয়াপালং	চুয়াংখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৫	জুন ২০৪৫	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

১৪	জালিয়াপালং	বোয়াংখালী রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৬	জুন ২০৪৬	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৫	জালিয়াপালং	৬নং ওয়াডে মোশারফের বাড়ী হতে মঞ্জুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকফ্লাট সলিং কাজ।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৭	জুন ২০৪৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৬	জালিয়াপালং	সাহাদা উসমান জিল নুরাইন নুরানী মাদ্রাসার গাইড ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৮	জুন ২০৪৮	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৭	জালিয়াপালং	১নং ওয়াডে মাহমুদুল হকের বাড়ী হতে আজিজুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকফ্লাট সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৪৯	জুন ২০৪৯	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৮	জালিয়াপালং	বোয়াংখালী জুম পাড়া জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন	মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।		২০০ শিক্ষাথী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫০	জুন ২০৫০	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১৯	জালিয়াপালং	ফকির আহম্মদের বাড়ী হতে আব্দুল হাকিম মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাটসলিং ও সংস্কার	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫১	জুন ২০৫১	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

২০	রত্নাপালং	উত্তর গয়ালমারা জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ	উত্তর গয়ালমারা জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ		৩৫০ মুসল্লী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫২	জুন ২০৫২	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২১	রত্নাপালং	পূর্ব রত্না বোছারাম বড়–য়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা ব্রিকফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৩	জুন ২০৫৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২২	রত্নাপালং	টেকপাড়া নূর মোহাম্মদের বাড়ী হতে রফিকুল ইসলামের ভাড়া বাসা পর্যন্ত রাস্তা ফùাট সলিং কাজ।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৪	জুন ২০৫৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৩	রত্নাপালং	রুমখা বাজার জামেমসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও পশ্চিম রত্না আনোয়াররুল হারামাইন মাদ্রাসার শ্রেণী কক্ষ সংস্কার।	মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।		৩০০ শিক্ষাথী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৫	জুন ২০৫৫	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৪	রত্নাপালং	পশ্চিম রত্না বায়তুন নূর জামে মসজিদ হতে সুনিল খলিফার বাড়ির রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৬	জুন ২০৫৬	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৫	রত্নাপালং	মাষ্টার ছৈয়দ হোছনের বাড়ী হতে মাষ্টার কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকসলিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৭	জুন ২০৫৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

২৬	হলুদিয়াপালং	হাবিব মাষ্টারের বাড়ী হতে মেইন রোড পর্যন্ত পাতাবাড়ী লম্বাবিল পর্যন্ত ব্রিকসলিং দ্বারা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৮	জুন ২০৫৮	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৭	হলুদিয়াপালং	হাতির ঘোনা নূর আহম্মদ মাষ্টারের ঘোনায় চলাচলের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৫৯	জুন ২০৫৯	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৮	হলুদিয়াপালং	বড়বিল বাদশার দোকান হতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিকসলিং দ্বারা উন্নয়ন	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬০	জুন ২০৬০	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২৯	হলুদিয়াপালং	৬নং ওয়াডের মৌলভী পাড়া কেন্দ্রিয় কবরস্থানের পার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬১	জুন ২০৬১	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩০	হলুদিয়াপালং	উম্মেসালমা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ভবন উন্নয়ন	মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।		৩৫০ শিক্ষাথী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬২	জুন ২০৬২	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩১	হলুদিয়াপালং	হাজী পাড়া মেইন রোড হতে মিয়াজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকসলিং	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৩	জুন ২০৬৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৩২	হলুদিয়াপালং	৯নং ওয়াডে হাজির পাড়া মেইন রোড হইতে মিয়াজির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিকফ্লাট সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৪	জুন ২০৬৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৩	হলুদিয়াপালং	৪নং ওয়াডে পশ্চিম খেওয়াছড়ি নূর আলী মিয়াজির জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	স্থাপনাটির বাউন্ডারি ওয়াল এর সুরক্ষা নিশ্চিত ও অপব্যবহার রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৫	জুন ২০৬৫	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৪	হলুদিয়াপালং	৭নং ওয়াডে তালগাছ তলা কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	স্থাপনাটির বাউন্ডারি ওয়াল এর সুরক্ষা নিশ্চিত ও অপব্যবহার রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৬	জুন ২০৬৬	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৫	হলুদিয়াপালং	জোলার পাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ী হতে মুক্তার মিস্ত্রি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ফ্লাট সলিং কাজ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৭	জুন ২০৬৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৬	হলুদিয়াপালং	সামছুল আলমের বাড়ী হতে সৈয়দ মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক ফ্লাট সলিং কাজ।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৮	জুন ২০৬৮	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৭	হলুদিয়াপালং	বান্দজ্যাঘোনা এইচবিবি রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১০০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৬৯	জুন ২০৬৯	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৩৮	হলুদিয়াপালং	উত্তর ধুরংখালী মহাজন পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য অস্থায়ী কক্ষ নির্মাণ	বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭০	জুন ২০৭০	উপজেলা প্রকৌশল	১০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩৯	হলুদিয়াপালং	পাগলির বিল বান্দজ্যাঘোন এইচবিবি রাস্তা হতে আজগরআলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭১	জুন ২০৭১	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪০	হলুদিয়াপালং	ঘোনার পাড়া আনন্দ শর্মার বাড়ী হতে রাশেদা বেগমের বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত ব্রিকফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		১৭৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭২	জুন ২০৭২	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪১	রাজাপালং	হরিণমারা মৃত অছিউর রহমানের জুমআলীর দোকনের সামনে কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৩	জুন ২০৭৩	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪২	রাজাপালং	দৌছড়ি পশ্চিম কুল জামে মসজিদ সংলগ্ন কালূর দোকানের সামনে কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্টটি এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		৯০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৪	জুন ২০৭৪	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৩	রাজাপালং	১নং ওয়াডে তুতুরবির কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	স্থাপনাটির বাউন্ডারি ওয়াল এর সুরক্ষা নিশ্চিত ও অপব্যবহার রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৫	জুন ২০৭৫	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৪৪	রাজাপালং	৩নং ওয়াডের হারাশিয়া কিয়ামন ছড়া গাইড ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৬	জুন ২০৭৬	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৫	রাজাপালং	হরিণমারা কেন্দ্রিয় কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়ালটি রাস্তা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো ভেঙ্গে পরা রোধ করে এলাকার যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।		১২৫০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৭	জুন ২০৭৭	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৬	রাজাপালং	উখিয়া ষ্টেশন কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ এর ওযুখানার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ	পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে ড্রেনটি নির্মান করা হবে।		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৮	জুন ২০৭৮	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৭	রাজাপালং	দৌছড়ি জামে মসজিদ এর উন্নয়ন	স্থানীয় দৌছড়ি জামে মসজিদ এর উন্নয়ন		৫০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৭৯	জুন ২০৭৯	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৮	রাজাপালং	মাসকানিয়া খাল সংস্কার	পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে ড্রেনটি নির্মান করা হবে।		৬০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮০	জুন ২০৮০	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৪৯	রাজাপালং	মোহাম্মদ আলীর ভিটা কবরস্থানের বাউন্ডারী প্লাষ্টার কাজ	স্থাপনাটির বাউন্ডারি ওয়াল এর সুরক্ষা নিশ্চিত ও অপব্যবহার রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।		৬০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮১	জুন ২০৮১	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৫০	সকল ইউনিয়ন	প্রত্যেক ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক মহিলা সমাবেশ	নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও লিঙ্গ বৈষম্য দুরকরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রয়োগে উৎসাহিতকরণের জন্য		৬০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮২	জুন ২০৮২	উপজেলা প্রকৌশল	২০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

৫১	সকল ইউনিয়ন	প্রাণী সম্পদ বিভাগের আওতায় প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ ক্রয়	প্রাণী সম্পদ বিভাগ উপজেলার প্রানীসম্পদের উন্নয়নে চিকিৎসা প্রদানপূর্বক এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখবে।		৬০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮৩	জুন ২০৮৩	উপজেলা প্রকৌশলী	১০০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্প কমিটি	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
১	সকল ইউনিয়ন	দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	প্রশিক্ষিত দুথ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ		৬০০ জন নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮৪	জুন ২০৮৪	উপজেলা প্রকৌশলী	৫১২০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	আরএফকিউ	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
২	সকল ইউনিয়ন	উপজেলা আইটি সেন্টারে মেয়েদের প্রশিক্ষনের জন্য কম্পিউটার সরবরাহ	নারীদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে তুলতে উপজেলা আইটি সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষনে আয়োজনের জন্য কমিউটার ক্রয়		৬০০ জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮৫	জুন ২০৮৫	উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়	৩৯০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	আরএফকিউ	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	
৩	রাজাপালং	ফলিয়া পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন	থানীয় ফলিয়া পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন		৬০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে।		এপ্রিল ২০৮৬	জুন ২০৮৬	উপজেলা প্রকৌশলী	৩৫০০০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত	উপজেলা পরিষদ	আরএফকিউ	এডিপি ও রাজস্ব তহবিল / দরপত্র	

উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্থিরচিত্র

জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিবেশ বান্ধব সোলারওয়াটার ডিস্যালাইনেশন প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক“কোভিড-১৯ মোকাবিলায় হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন প্রকল্প” (EMCRP-DPHE)

৪.“পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প” (EMCRP-DPHE)

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০ এবং ইউনিয়স প্রজেক্টের আরডিদের মাঝে মৎস্য খাবার বিতরণের (২০২০-২০২১) কার্যক্রমের ছবি

মৎস বিভাগ কর্তৃক পোনা অবমুক্তি (২০২০-২০২১) কার্যক্রমের ছবি